যুগান্তর —
22 জানুয়ারী, 2010
পৃষ্ঠা — ১২
শ্রেণীসংখ্যার — 070.808

East West University
EAST WEST LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

নারী ও শিশু : মানবিক সমস্যার আরেক দিক

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

যুগান্তর 22/1/10 পৃষ্ঠা-১২

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কর্মরত ছোট ছেলে-মেয়েদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনে প্রধান ভূমিকা রাখেন গৃহকর্ত্রী। নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের নেতানেত্রীগণ নারী কর্তৃক শিশু গৃহপরিচারিকার ওপর অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন না? গৃহপরিচারিকার ওপর নির্যাতন রোধে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে আমরা আরো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ চাই। আর আমরা যারা বাসায় শিশু গৃহপরিচারিকা রাখি তাদেরও আরো সচেতন হতে হবে, এই অসহায় শিশুগুলোর প্রতি স্নেহপরায়ন ও যত্নশীল হতে হবে।

১৩ জানুয়ারি ২০১০ আট দফা ঢাকা ঘোষণার মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় সম্মেলন-২০১০। গত মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ইলিয়াস দেশের ৬টি বিভাগ থেকে ৪শ' শিশু গৃহকর্মী, তাদের অভিভাবক ও ১০০ জন নিয়োগকর্তাসহ প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশ নেয়। সম্মেলন থেকে সারাদেশে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সরকারের কাছে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। 'ঢাকা ঘোষণা' শীর্ষক এ সুপারিশমালায় গৃহকর্মী শিশুদের ওপর যেন কোনোরকম শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন না হয় সে জন্য সরকারের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি ও বাস্তবায়নের দাবি করা হয়। বাসায় কাজ করার পাশাপাশি এসব শিশুর লেখাপড়া, বিনোদন, চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যও দাবি জানানো হয়। একইসঙ্গে সুপারিশমালায় বলা হয়, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিয়োগকর্তাদের জন্য একটি আচরণবিধি তৈরি করতে হবে। এছাড়াও এসব কর্মী শিশুদের নির্ধারিত ও নিয়মিতভাবে বেতন প্রদান করতে হবে, সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে, মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও অপমানজনক কাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে হবে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের বিষয়টি সমাজে এখনও গুরুত্বহীন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের বেশিরভাগই গৃহকাজে নিয়োজিত। এই শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই মেয়েশিশু। সরকার পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। দারিদ্র্যই শিশু শ্রমের মূল কারণ। নারী দারিদ্র্যের সঙ্গে শিশুশ্রমের সম্পর্ক রয়েছে। তাই সরকার প্রথমে নারীদের দারিদ্র্য নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ঢাকা ঘোষণা আমার কাছে বাস্তবমুখী মনে হয়েছে

কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে শিশু নির্যাতনের ওপর আর একটি মর্মান্তিক খবর প্রকাশিত হয়েছিল। 'শিশু গৃহপরিচারিকার শরীরে গরম খুন্তির ছেঁকা, দম্পতি গ্রেপ্তার' শীর্ষক এই হৃদয়বিদারক খবরটিতে বলা হয়েছে, রাজধানীর রামপুরায় এক পাষণ্ড দম্পতি গরম খুন্তির ছেঁকায় আট বছরের এক গৃহপরিচারিকার শরীর মারাত্মকভাবে দগ্ধ করেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে একমাস ধরে বাসায় আটকে রেখে ওর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালানো হয়। তার শরীরে নতুন ও পুরোনো বহু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একাধিক জখমস্থলে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। এই নির্যাতনের জন্য পুলিশ গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। পত্রিকায় এই ঘটনা পড়ে আমি মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। কারণ বাসায় কর্মরত আট বছর বয়সী একটি শিশুর ওপর এরকম অমানবিক ও পাশবিক আচরণ কোন বিবেকবান সভ্যমানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। খবরটি পাঠকসমাজ সহজে গ্রহণ করতে পারেনি আরো একটি কারণে। গৃহকর্ত্রী কর্তৃক গৃহপরিচারিকার ওপর খুন্তির ছেঁকা প্রথম ছিল না। তার শরীরে নতুন ও পুরোনো বহু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। এই শিশুটিকে বাসায় আটকে রেখে কমাস ধরে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে এই পাষণ্ড দম্পতি। শরীরে জখমের কারণে সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল। এই সংক্রমণ চিকিৎসার জন্য ওষুধ কিনে দেয়াতো দূরের কথা খুন্তির ছেঁকা দেওয়ার সময় গৃহপরিচারিকা কান্নাকাটি করলে মুখ বেঁধে তাকে পেটানো হতো। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, মানুষ মানুষের ওপর এমন পাশবিক নির্যাতন চালাতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী কর্তৃক শিশু গৃহপরিচারিকার ওপর নির্যাতনের খবর নতুন নয়। এ ধরনের মর্মান্তিক খবর পত্রপত্রিকায় আগেও বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনার পর শিশু নির্যাতনের দায়ে বেশ কিছু দম্পতিকে অতীতে গ্রেপ্তারের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও এই পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন এখনও বন্ধ হয়নি।

একটি বিষয় নিয়ে আমাদের সবার গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অল্প বয়সী একটি শিশুর পক্ষে কোন মতেই গৃহপরিচারিকার কাজ করা সম্ভব নয়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গৃহপরিচারিকাকেও ঘরের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হিমশিম খেতে হয়। সেক্ষেত্রে আট বা দশ এগার বছরের একটি শিশু কেন আমাদের মত মানুষের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। তার একটিই কারণ। আর তা হলো ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার মুখে তুলে দিতে না পারার কারণে গরীব বাবা-মা তাদের শিশু সন্তানদের আমাদের মত মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানদের হাতে তুলে দিয়ে যায় যাতে করে তারা অন্তত দু'বেলা দু'মুঠো খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আর আমরা শিক্ষিত সমাজ স্বার্থপরের মত সুখশান্তি আরাম আয়েশের জন্য এই অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যের সুযোগ পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করে এসব নিরীহ অবুঝ শিশুদের পশুর মত খাটাই। অথচ আমরা এটা কোন সময় ভাবি না- আমাদের মত মধ্যবিত্ত, এমনকি বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরাও যখন বিদেশে যাই, সেখানে আমাদের সবকাজ নিজহাতে করতে হয়। বাজার করা, রান্নাবান্না, হাড়িপাতিল থালাবাসন মাজা, কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করা, ঘরদোর পরিস্কার করার মত যাবতীয় কাজ নিজকেই সামলাতে হয়। আর বাংলাদেশে আমাদের গৃহিনী, গৃহকর্তা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আরাম আয়েশ, সুখশান্তি নিশ্চিতকরণে সারাক্ষণ ফরমায়েশ খাটার জন্য অল্প বছর বয়সী জাহেদা, সাহেদা, সখিনা এবং রুমাদের না হলে একদণ্ডও চলে না।

বাসায় গৃহপরিচারিকা রাখার বিরুদ্ধে আমি নই। বাংলাদেশে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে গৃহকর্মে নিয়োজিত থেকে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে হলেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছে, পরিবারকে যৎসামান্য হলেও সাহায্য করছে। আমাদের আরাম আয়েশ সুখশান্তির জন্য কোনরকম কুণ্ঠাবোধ বা প্রতিবাদ ছাড়াই নীরবে নিভৃতে খেটে মরছে গৃহপরিচারিকা নামের এইসব শিশু ছেলে-মেয়েরা। আমি এও বলি না, সব পরিবারে ছোট ছোট কাজের ছেলে মেয়েদের ওপর নির্যাতন হয় বা খুন্তির ছেঁকা দেওয়া হয়। আমি বহু পরিবারকে জানি যেখানে পরিবারের সবাই গৃহপরিচারিকার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। পরিবারের সদস্যগণ যদি শিক্ষিত মার্জিত ও মানবিক গুণের অধিকারী হয়, তবে তারা কোনদিন ছোট কাজের ছেলে মেয়েদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারে না। বুক খালি করে একটি অবোধ শিশুকে অন্যের বাসায় কাজের ছেলে বা মেয়ে হিসাব ছেড়ে আসা যে কত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক তা শুধু ভুক্তভোগী বাবা মায়েরাই উপলব্ধি করতে পারেন। যে শিশুটি বাবা-মায়ের আদরযত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে পরের বাসায় খাটতে এলো, তার প্রতি একটু স্নেহ মমতা, ভালবাসা, তার ছোট খাট চাওয়া পাওয়া, তার শারীরিক সামর্থ ও অসামর্থের প্রতি একটু যত্নবান হতে আমাদের এতো কার্পণ্য কেন?

নারীর সব চেয়ে বড় পরিচয় তারা মা। আমরা সবসময় দেখে এসেছি- মায়েরা বাবার চেয়ে বেশি নরম দিলের অধিকারী হয়। যে আব্দার বাবার কাছে করা যায় না, তা অতি সহজেই মায়ের কাছে করা যায় এবং মা তা রক্ষাও করেন। এরকম একজন মা তার সন্তানতুল্য একটি ছোট শিশুর গায়ে, হোক না সে পরের সন্তান, গরম খুন্তির ছেঁকা দেবে- এটা কী করে সম্ভব হয়?

শিশুদের একটু অসুখ বিসুখ হলে, একটু আহত হলে, সামান্য একটু রক্ত ঝরলে বাবা-মা অস্থির হয়ে যায় এবং যতক্ষণ না শিশু স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে না উঠবে ততক্ষণ তাদের ঘুম খাওয়া-দাওয়া হারাম হয়ে যায়। এই বাবা-মায়েরা আমানত হিসাবে নেয়া পরের-ঘরের একটি অসহায়, প্রেম-প্রীতি ভালবাসা বঞ্চিত একটি শিশুর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাবে এটা কোন সভ্যসমাজের মানুষ প্রতিবাদ ও নিন্দা না জানিয়ে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। এই অসহায় শিশু গৃহপরিচারিকাদের নিজের সন্তানতুল্য মর্যাদা দিতে না পারলে (সাধারণত আমাদের সমাজের খুব কম পরিবারেই এই ধরনের মর্যাদা দেওয়া হয়), অন্তত তাদের গৃহপরিচারিকা হিসাবে যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু প্রদানে আমাদের এত অনীহা কেন? দু'বেলা দু'মুঠো খাবার, সামান্য কাপড়-চোপড় এবং পারিশ্রমিক হিসাবে গুটিকয়েক টাকা ছাড়া এইসব শিশু গৃহপরিচারিকা বা তাদের বাবা-মায়েরা আর বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না। অনেক পরিবারে এদের বিনে পয়সায় খাটায়। কারণটা এমন, থাকতে দিয়েছি, খেতে দিয়েছি, এইতো যথেষ্ট, আবার পারিশ্রমিক? আমি এমনও দেখেছি, পরিবারের সবাই দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে গেছে, ছোট কাজের মেয়েটিকে সময়মত চারটি ভাত বেড়ে না দেওয়ার কারণে সারা দিনের কাজের ক্লান্তি ও শ্রান্তি নিয়ে বিকেল পর্যন্ত সে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছিল। গৃহকর্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে খাবার চাওয়ার সাহস তার ছিল না। প্রিয় পাঠক, একবার ভাবুন, এ কত বড় অন্যায়, কত বড় দায়িত্বহীনতা।

বাংলাদেশের নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন নিয়ে আমাদের নারীসমাজ বেশ সোচ্চার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনের একজন সমর্থক। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কর্মরত ছোট ছেলে-মেয়েদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনে প্রধান ভূমিকা রাখেন গৃহকর্ত্রী। নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের নেতানেত্রীগণ নারী কর্তৃক শিশু গৃহপরিচারিকার ওপর অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন না? গৃহপরিচারিকার ওপর নির্যাতন রোধে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে আমরা আরো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ চাই। আর আমরা যারা বাসায় শিশু গৃহপরিচারিকা রাখি তাদেরও আরো সচেতন হতে হবে, এই অসহায় শিশুগুলোর প্রতি স্নেহপরায়ন ও যত্নশীল হতে হবে। তাদের আদর করতে হবে, তাদের পর্যাপ্ত খাবার-দাবার ও পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে, খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে এবং পারলে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে এই প্রবঞ্চনার জন্য আজ হোক কাল হোক নিজের বিবেকের কাছে এবং একদিন আল্লাহর কাছে আমাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

(লেখক: [illegible])